যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯১৬

১/ বিবিধ

আরবী

من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى أخيه قبل الله معذرته

ضعيف جدا

رواه العقيلي في " الضعفاء " (115) عن عبد السلام بن هاشم قال: حدثنا خالد بن برد عن قتادة عن أنس مرفوعا. وفي رواية قال: حدثنا خالد بن برد العجلي عن أبيه عن أنس مرفوعا. نحوه، وقال: " هذا أولى ". ذكره في ترجمة خالد هذا، وقال: " في حديثه اضطراب ". وقال الذهبي: " مجهول، وعنه عبد السلام بن هاشم بخبر منكر ". قلت: كأنه يشير لهذا، ثم قال في ترجمة " عبد السلام بن هاشم ": " الأعور شيخ مقل حدث بعد المائتين، قال أبو حاتم

ليس بالقوي، وقال عمرو بن علي الفلاس: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه ". ومن طريقه رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " المجمع " (8 / 70) دون الفقرة الأخيرة منه. وأخرجه بتمامه البيهقي في " الشعب " كما في " المشكاة " (5121) والحكيم الترمذي كما في " الجامع الكبير ". وأشار المنذري (4 / 3) إلى تضعيف الحديث، وعطف على رواية " الأوسط "، فقال: " وأبو يعلى ولفظه": (من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره) ثم قال عقبه: " ورواه البيهقي مرفوعا

وموقوفا، على أنس، ولعله الصواب ". وقال الهيثمي في هذا المرفوع (10 / 298) : "

رواه أبو يعلى، وفيه الربيع بن سليمان الأزدي، وهو ضعيف ". قلت: وفيه علة أخرى (3 / 1071) من طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثني الربيع بن سليمان قال: حدثني أبو عمرو ومولى أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك به مرفوعا. قلت: فأبو عمرو هذا غير معروف، أورده ابن أبي حاتم (4 /2/ 410) بهذه الرواية، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكذلك أورده الدولابي في " الكنى " (2 / 44) ولم يزد على أن ساق له هذا الحديث من طريق أخرى عن الربيع به. تنبيه : وروى البيهقي في " الشعب " (2 / 73 / 2) عن
ابن عون عن عطاء البزاز عن أنس مرفوعا وموقوفا بلفظ: " لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه ". فإن كان المنذري عنى هذا بما عزاه للبيهقي فهو حديث آخر. وعطاء هذا، قال ابن معين: " ليس بشيء ". ثم رواه من طريق أخرى مرفوعا، وفيه عطاء بن عجلان وهو متروك. لكن له طريق آخر خير منه في " الروض " (141) وسيأتي بيان علته في المجلد الخامس رقم (2027)

বাংলা

১৯১৬। যে তার রাগ প্রতিহত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার শাস্তিকে তার থেকে স্থগিত করবেন, যে তার যবানকে হেফাযাত করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গোপনীয়তাকে গোপন রাখবেন। আর যে তার ভাইয়ের নিকট ওযর পেশ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার ওযরকে গ্রহণ করবেন।

এ হাদীসটি খুবই দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী "আযযুয়াফা" গ্রন্থে (১১৫) আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম হতে, তিনি খালেদ ইবনু বুরদ হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় আব্দুস সালাম বলেনঃ খালেদ ইবনু বুরদ আজালী তার পিতা হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ এটি বেশী উত্তম। তিনি (ওকাইলী) এটিকে এ খালেদের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তার হাদীসের মধ্যে ইযতিরাব ঘটেছে। হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি মাজহুল। আর বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম ইবনু হাশেম তার থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সম্ভবত তিনি এ হাদীসটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অতঃপর তিনি (যাহাবী) আব্দুস সালামের জীবনীতে বলেনঃ তিনি হচ্ছেন আ'ওয়ার কম হাদীস বর্ণনাকারী শাইখ, তিনি দ্বিতীয় শতকের পরে

হাদীস বর্ণনা করেন। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। আমর ইবনু আলী ফাল্লাস বলেনঃ দৃঢ়ভাবে একমাত্র তাকেই মিথ্যা বর্ণনা করার সাথে সম্পৃক্ত বলে জানি।

তার সূত্রেই হাদীসটিকে ত্বারানী "আলআওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলমাজমা" গ্রন্থে (৮/৭০) শেষ বাক্যটি ছাড়া এসেছে। আর বাইহাকী পূর্ণ হাদীসটিকে "আশশুয়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "মিশকাত" গ্রন্থে (৫১২১) এসেছে এবং হাকীম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আলজামেউল কাবীর" গ্রন্থে এসেছে।

মুনযেরী (৪/৩) হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি "আলআওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ার সাথে সাথে বলেছেন এবং আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন আর তার ভাষা হচ্ছেঃ যে তার যবানকে সংরক্ষণ করবে আল্লাহ তার গোপনীয়তাকে হেফাযাত করবেন, যে তার রাগকে বন্ধ করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার থেকে তার শাস্তি কে বন্ধ করে দিবেন। আর যে তার ভাইয়ের নিকট ওযর পেশ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ওযরকে গ্রহণ করবেন।

এটিকে বাইহাকী মারফু এবং আনাস (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক।

হাইসামী এ মারফুটির সম্পর্কে (১০/২৯৮) বলেনঃ এটিকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, আর এ সনদে রাবী' ইবনু সুলাইমান আযদী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদে অন্য একটি সমস্যাও রয়েছে। এটিকে তিনি (৩/১০৭১) ইবনু আবী শাইবাহ সূত্রে যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি রাবী' ইবনু সুলাইমান হতে, তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর দাস আবু আমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন আনাস (রাঃ) হাদীসটিকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আবু আমর পরিচিত নন। তাকে ইবনু আবী হাতেম (৪/২/৪১০) এ বর্ণনায় উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। অনুরূপভাবে দূলাবী "আলকুনা" গ্রন্থে (২/৪৪) তাকে উল্লেখ করে শুধুমাত্র তার এ হাদীসটি অন্য একটি সূত্রে রাবী' হতে বর্ণনা করেছেন।

সতর্কবাণীঃ হাদীসটি বাইহাকী "আশশুয়াব" গ্রন্থে (২/৭৩/২) ইবনু আউন হতে, তিনি আতা বাযযায হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফু এবং মওকুফ হিসেবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

বান্দা ঈমানের বাস্তবতা পাবে না যে পর্যন্ত তার যবানকে সংরক্ষণ না করবে ।

এ আতা সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি কিছুই না।

অতঃপর তিনি অন্য একটি সূত্রে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আতা ইবনু আজলান রয়েছেন তিনি মাতরূক। তবে এর আরেকটি সূত্র রয়েছে যার অবস্থা এর চেয়ে ভাল। এর সমস্যা সম্পর্কে পরবর্তীতে (২০২৭) নম্বরে আলোচনা আসবে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72799

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন